সংবাদ

তারিখ 09 MAR 2014
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ শুরু আজ

বর্তমানে প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় ১শ' শতাংশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ শুরু হচ্ছে আজ। সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং এই শিক্ষার বিস্তারে সবাইকে সম্পৃক্ত করতে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ভর্তির হার প্রায় ১০০ শতাংশ, যা মহাজোট সরকারের ক্ষমতায় আসার আগে ছিল ৯১ শতাংশ। তবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তির হার ৬২ শতাংশ এবং একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ৪৪ শতাংশ।

এছাড়া কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত (২০১৩ সাল) এডুকেশন সেক্টর রিভিউ-এর অভিগম্যতা ও সমতা বিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মতে, ৬ থেকে ১০ বছরের শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগ। সারাদেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সি এক কোটি ৯২ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা নিয়মিত বিদ্যালয়গামী। সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে গত পাঁচ বছরে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধির পাশাপাশি ঝরে পড়ার হার কমেছে। ২০০৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০ শতাংশ এবং ২০১২ সালে তা কমে ২৬ দশমিক ২ শতাংশ হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে আজ সারাদেশে শুরু হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪। সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

প্রাথমিক : ভর্তির হার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিদেশি দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ সংবাদকে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, দেশের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত, মানসম্মত শ্রেণী কার্যক্রম প্রদান এবং এ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়।

তিনি জানান, বর্তমানে দেশে কোন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনতে সরকার নানা কর্মসূচি নিয়েছে। স্কুল ফিডিং থেকে শুরু করে উপবৃত্তি পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে। আগামী বছরের মধ্যে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ২০ শতাংশে নেমে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, দুর্নীতি ও অনিয়মে ডুবছে স্কুল ফিডিং প্রজেক্ট। নির্দিষ্ট কিছু উপজেলার দু'একটি স্কুলে নামকাওয়াস্তে কিছু বিস্কুট বিতরণ করা হলেও প্রকল্পের হর্তাকর্তাদের পকেটস্থ হচ্ছে প্রকল্পের সিংহভাগ অর্থ। ঘন ঘন স্কুল পরিদর্শন ও কর্মশালা আয়োজনের নামে বড় কর্তারা প্রকল্পের অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করছে।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রতি ১০ জন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন থেকে ৮ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যেতে পারে। মাত্র ৩ থেকে ৪ জন কোন শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তি না করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর গন্ডি পেরিয়ে যেতে পারে। স্কুলে যেসব উপকরণ ভালো শিখনে অবদান রাখতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক উপকরণ হচ্ছে ভালো শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা কি শিখছে, কি করে শিখছে এবং সামগ্রিকভাবে কতটুকু বুঝতে পারছে তা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকরা। শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানমূলক দক্ষতা ও বিশ্লেষণী চিন্তার বিকাশে নিয়ামক হয়ে উঠেন শিক্ষক। যদিও অনেক শিক্ষকের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। পড়ানোর বিষয়ে তাদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শিখনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলেও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও যোগ্য নেতৃত্বের মনমানসিকতা তৈরিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ গঠন করা হচ্ছে। অবকাঠামো নির্মাণসহ টিউবওয়েল ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪৫ হাজার শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ এবং তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে কম্পিউটার (লেপটপ) প্রদান করা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ২৭ হাজার ৯টি স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ৩১ হাজার ৬৮৫টি শ্রেণী কক্ষের নির্মাণ কাজ চলছে।